بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ নভেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো বাংলাদেশে সেবারত মুবাল্লেগ ও ওয়াকেফে জিন্দেগীগণ

"আপনাদের জাতির মাঝে এক সত্যিকার আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট হোন আর আপনারা যে নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হন, তাকে আমাদের জামা'তের উন্নতির বীজ বপনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করুন।"
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৮ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশে দায়িত্বপালনরত মিশনারী (মুবাল্লেগ বা ধর্ম প্রচারক) ও ওয়াকেফে যিন্দেগীগণ (জীবন উৎসর্গকারী)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকেফীনে যিন্দেগীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় সদর দপ্তর ঢাকার *দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

সত্তর মিনিটের এ সভায় ওয়াকেফীনে যিন্দেগীগণ হুযূর আকদাসের সাথে সরাসরি কথোপকথনের এবং পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী তরুণ আহমদীগণ অর্থনৈতিক বা শিক্ষার সুযোগের সন্ধানে বড় শহরগুলোতে স্থানান্তরিত হন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলগুলোতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সেবার জন্য আহমদী যুবকদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এ বিষয়ে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন বাংলাদেশে সেবারত একজন মুবাল্লিগ।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ঘটনাটি এমন একটি বিষয় যা বিশ্ব জুড়েই ঘটে থাকে এবং এটি একেবারেই স্বাভাবিক। এটা এমন কোন বিষয় নয় যাকে বন্ধ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব। মানুষ যে শহরে দিকে চলে আসে তা এই কারণেই যে, সেখানে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা বেশি রয়েছে, আর এটি দেশ ও জাতির ক্রমাগত অগ্রগতিরও চিহ্ন। তবে বাংলাদেশে যদি কুটির শিল্পের ন্যায় বিভিন্ন উদ্যোগকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়, তবে সেটি ভালো হবে, আর এমন সুযোগ থেকে আহমদীদেরও লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“কিছু মানুষকে, যেমন, যারা উচ্চ শিক্ষা বা পেশাদারী প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক, অবশ্যই শহরে আসতে হয়, আর তাই, ঐ সকল আহমদী যারা গ্রামাঞ্চলে থেকে যান, তাদের উচিত এগিয়ে আসা এবং আরো দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জামা’তের সেবা করা। অন্যদের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বাণী প্রচার করতে তাদেরকে কঠোর চেষ্টা করতে হবে, এবং এর পাশাপাশি, বড় আতফাল (বালক) ও তরুণ খোদ্দাম (যুবক)-এর মধ্যেও সেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে, তারা যেন যতদূর সম্ভব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সেবায় নিয়োজিত হন। সর্বোপরি, আমাদের সদস্যগণ গ্রামীণ এলাকাতেই থাকুন না কেন, অথবা বড় কোন শহরে স্থানান্তরিত হন, আমাদের উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক আহমদী যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের, তথা যেখানে সে বাস করে সেই সমাজের এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো জাতির জন্য এক সম্পদ সাব্যস্ত হয়।”

হুযূর আকদাসকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ এক ইলহাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে, বাঙ্গালীদের মনস্তুষ্টি করা হবে।[১]

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সত্যিকার অর্থে এই ‘মনস্তুষ্টি’র’ মর্যাদা লাভ করতে হলে, বাংলাদেশের আহমদীদের চেষ্টা-সংগ্রাম করে নিজেদেরকে এর যোগ্য সাব্যস্ত করতে হবে। আমি অনেক সময়ে বাংলাদেশের আহমদীদের বলে থাকি যে, আপনারা ইতোমধ্যেই অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছেন, কিন্তু এখন আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করাও প্রয়োজন। আপনাদের, অর্থাৎ বাংলাদেশের আহমদীদের, কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদেরকে এর উপযুক্ত প্রমাণ করতে হবে। আপনাদের তাক্ওয়ার মান বৃদ্ধি করতে হবে। অধিকতর উদ্দীপনা ও প্রেরণা নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সেবায় সদা-সর্বদা নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের প্রয়াসকে আরও উন্নীত করতে হবে। আপনাদের জাতির মাঝে এক সত্যিকার আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট হোন, আর আপনারা যে নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হন, সেটিকে

আমাদের জামা'তের উন্নতির বীজ বপনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করুন। ইতিহাস নিশ্চিতভাবে এটাই সাব্যস্ত করে যে, বিরোধিতার ফলে বেশি-বেশি মানুষ আমাদের জামা'ত সম্পর্কে অবগত হন এবং আমাদের বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হন। পাকিস্তানেও আমরা এমনটি হতে দেখেছি যে, আমাদের উপর অত্যাচার যত বাড়তে থাকে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী ততই বিশ্বজুড়ে এবং দেশের মধ্যেও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, আপনারা যে বিরোধিতার সম্মুখীন তাকে ভয় পাওয়া উচিত নয়, বরং একে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যত মহান উন্নতির বীজ বপনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করুন। আপনাদের কুরবানীসমূহ কখনো বৃথা যাবে না। এর বিনিময়ে আপনাদের মনস্তুষ্টি অবশ্যই করা হবে, আর আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হবেন। বাংলাদেশের আহমদীরা নিঃসন্দেহে কুরবানী করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই - আমাদের মসজিদ এবং সদস্যদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছে। কতককে শহীদ করা হয়েছে, তাঁরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমি সর্বদা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে উন্নত করেন এবং আপনাদেরকে তাঁর নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখেন, আর সব সময় আমি আপনাদের সকলের জন্য এক গভীর উদ্বেগ অনুভব করি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পাশাপাশি, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং এর দ্বারা কল্যাণপুষ্ট হতে গেলে অবশ্যই আপনাদেরকে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে, একই সাথে ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে আপনাদের দেশের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং নিজ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানের উন্নয়নের জন্য আপনাদেরকে সদা-সর্বদা সচেষ্ট হতে হবে।"

সভার শেষ প্রান্তে, হুযূর আকদাসকে ১৯৯৯ সালে 'খোদার রাস্তায় বন্দী' হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে সময় তিনি পাকিস্তানে মিথ্যা অভিযোগে ১১ দিনের জন্য কারাবরণ করেন।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কারাগারের সেই দিনগুলোতে, আমি একমাত্র যে বিষয়টি লক্ষ করেছি, তা হলো আল্লাহ্ তা’লার অবারিত এবং অসাধারণ অনুগ্রহরাজি। গরমের দিন ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা আবহাওয়াকে শীতল ও স্নিগ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারাগারে আমার সময় সন্তুষ্টচিত্তে এবং একেবারেই কোনরূপ ভয়-ভীতি ছাড়া অতিবাহিত হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে যে ধরনের গুরুতর অভিযোগ ও মামলা উত্থাপন করা হয়েছিল, তাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, হয় আমি বাকি জীবন কারাগারে অতিবাহিত করবো, অথবা মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হবো। আমার সামনে এ দুটিই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম না, আর ভীত-সন্ত্রস্তও ছিলাম না, বরং আমি আল্লাহ্ তা’লার সাহায্যের প্রার্থী ছিলাম এবং তাঁর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। আমার বিবেচনায় এই ছিল যে, আমি যদি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হই, তবে এটি অসাধারণ অনুগ্রহরাজির কারণ হবে। কিন্তু, আমার জন্য আল্লাহ্ তা’লার ভিন্ন এক পরিকল্পনা ছিল, আর তাই দশ বা এগারো দিন পরেই তিনি আমার কারামুক্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন।”

[১] *তাযকিরা*, ২০১৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ Tadhkirah-এর পৃষ্ঠা নম্বর ৮২২